দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২......

এমপিওভুক্তি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে কার্যকর থাকবে

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন হবে : অন্তর্ভুক্ত হবে আরও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান -শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সুপারিশ রাখতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি নিয়ে অনেকেই তার প্রতি ক্ষুব্ধ। শাসক দলের মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে বেশী। যে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করায় শিক্ষামন্ত্রী সবচেয়ে বেশী সমালোচিত হয়েছেন, তার একটির জন্য ডেপুটি স্পীকার এবং অন্যটির জন্য একজন মন্ত্রীর সুপারিশ (ডিও লেটার) রয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষেই ১ হাজার ৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি মন্ত্রিসভায় তার সহকর্মী এবং সংসদ সদস্যদের সুপারিশও সক্রিয় বিবেচনায় রাখা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে সর্বশেষ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। এর পর দীর্ঘ ৭ বছর এই প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল। দীর্ঘদিন পর এই প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় প্রত্যাশীদের সংখ্যা সঙ্গত কারণেই বেশী। সরকারের সীমিত সম্পদ ও আনুষঙ্গিক সীমাবদ্ধতার কারণেই সবাইকে এমপিওভুক্ত করা এ পর্যায়ে সম্ভব হয়নি। গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এমপিওভুক্তি নিয়ে মন্ত্রীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী। বিশেষ করে, লালমনির হাটে বিএনপি নেতা

পৃঃ ১৫ কঃ ১

এমপিওভুক্তি চলমান প্রক্রিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আসাদুল হাবিবের পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত আবুল কাসেম কলেজ ও পটুয়াখালীর ধানখালী টেকনিক্যাল বিএম স্কুল এন্ড কলেজ এমপিওভুক্তি নিয়ে সবচেয়ে বেশী বিতর্ক উঠেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার ধানখালীর যে কলেজটি এমপিওভুক্ত করা হয়েছে তার জন্য তিনি কোন ডিও লেটার দেননি। পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অভিযোগ করেন, এই প্রতিষ্ঠানটি বিএনপির। আর শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অভিযোগ করেন লালমনির হাটের শহীদ আবুল কাসেম কলেজ নিয়ে।

দুটি ক্ষেত্রেই শিক্ষামন্ত্রীকে অভিযুক্ত করা হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার শওকত আলী এমপি বাজাস/ডেস্পী/২০১০/৭৫ তারিখ ২৩-০২-২০১০ স্মারকে এক চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রীকে ঐ প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

অন্যদিকে লালমনিরহাটের কলেজটির জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি. এম. কাদের) ডি,ও,পত্র নং-বিপম/মন্ত্রী/২০১০/৫৭৪ তারিখ ১৮-০২-২০১০ চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।

এই দুই ব্যক্তিত্বের অনুরোধ রাখতে গিয়ে বিতর্কে পড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য, এমপিওভুক্তি পর্যালোচনার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। কমিটি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করবে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কোন ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সূত্র জানায়, বর্তমান তালিকায় বড় ধরনের কোন ব্যত্যয় থাকলে সে ক্ষেত্র ছাড়া তালিকা অপরিবর্তিতই থাকবে। তবে, সরকারের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখেই নতুন আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই পর্যায়ে এমপিওভুক্ত করা হতে পারে। সূত্র মতে, বর্তমান সরকারের আমলে এমপিওভুক্তি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে কার্যকর থাকবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে।